গীতাসার

গীতাসার।

অর্জ্জুন উবাচ।

ওঁকারস্য চ মাহাত্ম্যং রূপং স্থানং তথাক্ষরম্।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে পুরুষোত্তম ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সাধু পার্থ মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২ ॥
পৃথিব্যামগ্নি ঋগ্‌বেদো ভরিত্যেব পিতামহঃ।
অকারে তু লয়ং প্রাপ্তে প্রথমে প্রণবাংশকে ॥ ৩
অন্তরীক্ষং যজুর্বায়ুর্ভবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
উকারে তু লয়ং প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে প্রণবাংশকে ॥ ৪ ॥
দিবি সূর্য্যঃ সামবেদঃ স্বরিত্যেব মহেশ্বরঃ।
মকারে তু লয়ং প্রাপ্তে তৃতীয়ে প্রণবাংশকে ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! ওঁকারের মাহাত্ম্য, তাহার স্বরূপ, যে স্থানে ওঁকারের স্থিতি এবং যে যে অক্ষরে তাহার সৃষ্টি, এ সমস্তই শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে সাধো পার্থ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

প্রণবের প্রথমাংশ অকার লয় প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীতে অগ্নি, ঋগ্বেদ, ভূ ও পিতামহ, এই কয়েকটি বর্ত্তমান থাকে ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় প্রণবাংশ উকার লয় প্রাপ্ত হইলে অন্তরীক্ষ, যজুর্ব্বেদ, বায়ু, শিব এবং সনাতন বিষ্ণু লয় পাইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রণবাংশ মকার লয় প্রাপ্ত হইলে আকাশে সূর্য্য, সামবেদ, স্বর্গ ও মহেশ্বর লয় পাইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

অকারো রক্তবর্ণঃ স্যাদুকারঃ কৃষ্ণ উচ্যতে
মকারঃ শুক্লবর্ণাভস্ত্রিবর্ণঃ সিদ্ধিরুচ্যতে ॥ ৬ ॥
অকারঃ পীতবর্ণশ্চ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
উকারঃ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো মকারঃ কৃষ্ণতামসঃ।
অকারে তু উকারে তু মকারে তু ধনঞ্জয়।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ওমিতি জ্যোতিরূপকম্ ॥ ৮ ॥
ত্রিস্থানঞ্চ ত্রিমাত্রঞ্চ ত্রিব্রহ্ম ত্রিতয়াক্ষরম্।
ত্রিমাত্রঞ্চার্দ্ধমাত্রঞ্চ যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৯ ॥
যোনিবীজং মহাবীজং বীজত্বং বীজমন্ত্রিতম্।
ত্রিমাত্রো দশমাত্রেণ প্রণবঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥
অষ্টমঞ্চ চতুর্দ্বারং ত্রিস্থানং পঞ্চদেবতা।
সবিষ্ণোরুদ্ভবং বীজং কেচিদ্বিদ্যা চিদিত্যুভৌ ॥ ১১ ॥
ওঁকারপ্রভবা দেবা ওঁকারপ্রভবাঃ স্বরাঃ।
ওঁকারপ্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১২ ॥

অকার রক্তবর্ণ, উকার কৃষ্ণ, মকার শুক্লবর্ণবিশিষ্ট, এই তিন বর্ণ সম্মিলিত হইলেই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত অকারের বর্ণ পীত, উকার সত্ত্বগুণাবলম্বী শুক্লবর্ণ, মকার কৃষ্ণবর্ণ ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! অকার, উকার ও মকারে জ্যোতির্বিশিষ্ট ওঁ এই পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি ত্রিস্থান, ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট, তিন অক্ষরযুক্ত, তিন অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকারের স্বরূপ অবগত আছেন, তিনিই বেদবেত্তা ॥ ৯ ॥

বীজরূপী, বীজমন্ত্রে মন্ত্রিত, মহাবীজস্বরূপ এই প্রণব ত্রিমাত্রা বা দশমাত্রার উচ্চারিত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয় ॥ ১০ ॥

ইহার অষ্টম মাত্রা চতুর্দ্বারবিশিষ্ট, পঞ্চ দেবতা ইহার তিন স্থান অধিকার করিয়া আছেন, বিষ্ণু হইতে বীজের উৎপত্তি, ইহাকে কেহ বিদ্যা এবং কেহ বা চিৎ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ১১ ॥

ওঁকার হইতে দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে; স্বর সকল ওঁকার হইতে উদ্ভূত, সচরাচর ত্রৈলোক্যের সকল পদার্থই ওঁকার হইতে উৎপন্ন ॥ ১২ ॥

পাদয়োস্তু তলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা।
সুতলং জঙ্ঘদেশে তু গুল্ফদেশে রসাতলম্॥ ১৩॥
তলাতলঞ্চোরুদেশে গুহ্যদেশে মহাতলম্।
পাতালং সন্ধিদেশে তু সপ্তমং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১৪॥
ভূর্লোকং নাভিদেশস্থং ভুবর্লোকঞ্চ কুক্ষিগম্।
হৃদিস্থং স্বর্গলোকঞ্চ মহর্লোকঞ্চ বক্ষসি॥ ১৫॥
জনলোকঞ্চ কণ্ঠস্থং তপোলোকং মুখে স্থিতম্।
সত্যলোকঞ্চ মূর্দ্ধিস্থং ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ১৬॥
হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুহ্যমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশস্থ উদানঃ কণ্ঠদেশগঃ॥ ১৭॥
ব্যানঃ সর্ব্বশরীরস্থঃ প্রধানাশ্চেতি বায়বঃ।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃৎপদ্মান্তরসংস্থিতম্॥ ১৮॥
তস্মাত্তমভ্যসেন্নিত্যং সর্ব্বাঙ্গে পরমেশ্বরম্।
ধৃতিরগ্নির্মনো যূপং সন্তোষঃ সমিধঃ স্মৃতাঃ॥ ১৯॥
ইন্দ্রিয়াণি পশূন্ হত্বা আত্মা জয়তি দীক্ষিতঃ।
আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্॥ ২০॥

ওঁকারের পাদমূলে তল অবস্থিত, তদূর্দ্ধে বিতল, জঙ্ঘাদেশে সুতল, গুল্ফে রসাতল, উরুদেশে তলাতল, গুহ্যদেশে মহাতল, সন্ধিদেশে পাতাল, নাভিদেশে ভূর্লোক, কুক্ষিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষে মহর্লোক, কণ্ঠে জনলোক, মুখে তপোলোক, মস্তকে সত্যলোক, এইরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজমান॥ ১৩-১৬॥

হৃদয়ে নিত্যকাল প্রাণের অবস্থিতি, গুহ্যমণ্ডলে অপানের অবস্থান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান, সর্ব্বশরীরে ব্যান, এইরূপে প্রধান প্রধান বায়ু সকল প্রবাহিত আছে, তন্মধ্যে ওঁ এই অক্ষর ব্রহ্মময়, ইহা হৃদয়পদ্মে অবস্থিত॥ ১৭-১৮॥

এই কারণে সর্ব্বাঙ্গে সতত পরমেশ্বরের ধ্যানাভ্যাসপরায়ণ হওয়া লোকের কর্ত্তব্য; এরূপ যজ্ঞে অগ্নিই ধৃতি, মন যূপকাষ্ঠ এবং সন্তোষই যজ্ঞকাষ্ঠ-স্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

যে ব্যক্তি এই যজ্ঞে দীক্ষিত হয়, ইন্দ্রিয়রূপ পশুগণকে হত্যা করিয়া আত্মাকে অরণিরূপে আরোপিত করত উত্তরোত্তর প্রণবের অনুশীলন পূর্ব্বক আত্মার উৎকর্ষসাধন করা তাহার কর্ত্তব্য॥ ২০॥

হ্রস্বো দহতি পাপানি দীর্ঘো মোক্ষপ্রদায়কঃ।
ইড়ায়াং বায়ুমারোপ্য পূরয়িত্বোদরং তথা॥ ২১॥
ধ্যায়ন্ তং রেচয়েৎ পশ্চাৎ শনৈঃ পিঙ্গলয়া পুনঃ
ইড়াপিঙ্গলয়োমধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী॥ ২২॥
পূরিতো প্রণবেনৈব আত্মধ্যানপরায়ণঃ।
প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুর্মুখঃ॥ ২৩॥
ব্রহ্মা তু পূরকো জ্ঞেয়ঃ কুম্ভকো বিষ্ণুরুচ্যতে;
রেচকস্তু মহাদেবঃ পশ্চাৎ পরতরঃ শিবঃ॥ ২৪॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অক্ষরাণি চ মাত্রাণি সর্ব্বে বিন্দুমাশ্রিতাঃ।
বিন্দুং ভিনত্তি যো নাদঃ স নাদঃ কেন ভিদ্যতে॥ ২৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ওঁকারধ্বনিনাদেন বায়ুঃ সংহরণাত্মকঃ।
মুখনাসিকয়োমধ্যে বায়ুঃ সঞ্চরণাদ্গতঃ॥ ২৬॥

এইরূপে অভ্যাসবলে ধ্যানমন্থন করিলে প্রণবাগ্নি যখন ক্ষীণ থাকে, তখন পাপসমূহ দগ্ধ হইয়া থাকে.যদি উহা প্রবল হয়,তাহা হইলে মোক্ষবিধান করিয়া থাকে। ক্রমে ইড়াতে বায়ু আরোপণ করিয়া উদর পূর্ণ করিতে হয়॥ ২১॥

তদনন্তর ক্রমশঃ পিঙ্গলার সাহায্যে ধ্যেয় ব্রহ্ম পদার্থের ধ্যান করিয়া রেচকের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাহা হউক, সুষুম্না অতিশয় সূক্ষ্মরূপিণী এবং তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে অবস্থিত করে॥ ২২॥

যে ব্যক্তি আত্মধ্যানপরায়ণ, তিনি এইরূপে প্রণবসাহায্যে পূর্ণ হইয়া থাকেন, যে প্রাণায়ামের কথা শুনিতে পাও, উহা চতুর্ম্মুখ এবং পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা॥ ২৩॥

ব্রহ্মা পূরক, বিষ্ণু কুম্ভক এবং রেচক পরতর মহাদেব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ২৪॥

অর্জ্জুন কহিলেন, অক্ষর ও মাত্রা সমূহ সকলই বিন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করে, আবার দেখিতেছি, বিন্দুকে ভেদ করিয়া নাদের উৎপত্তি হয়, যাহা হউক, সেই নাদের কিরূপে ভেদ ঘটিয়া থাকে, বলুন॥ ২৫॥

ভগবান্ কহিলেন, যে বায়ু মুখ ও নাসিকার মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হয়,তাহা ওঁকারধ্বনিনাদ নিবন্ধন সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে॥ ২৬॥

নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য তত্র নাদো লয়ং গতঃ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ ॥ ২৭ ॥
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ২৮
তৎ পদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যানং ব্রহ্ম উচ্যতে।
নাভিমূলে স্থিতং পদ্মং নালং তস্য দশাঙ্গুলম্ ॥ ২৯ ॥
কোমলং তস্য তন্নালং নিম্নপত্রমধোমুখম্।
কদলীপুষ্পসঙ্কাশং চন্দ্রকান্তিসুনির্ম্মলম্ ॥ ৩০ ।

হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং,
সকর্ণিকং কেশরমধ্যনালম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মুনয়ো বিদন্তি,
ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং প্রধানম্ ॥ ৩১ ॥

বিশালদলসম্পূর্ণসুপ্রভং তৎ সুনির্ম্মলম্।
নিত্যানন্দময়ং জ্ঞানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৩২ ॥

বায়ুর আলয় শূন্যস্থানের উদ্দেশে যে নাদ উত্থিত হয়, তাহাই লয়ে পর্য্যবসিত হয়, অনাহত শব্দের যে নাদ, তাহাই ধ্বনিপদবাচ্য ॥ ২৭ ॥

ধ্বনির অভ্যন্তরে জ্যোতির অবস্থান, তদভ্যন্তরে মনের অধিষ্ঠান, সেই মনই বিষ্ণুর পদ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

ঐ পদপ্রাপ্তির কার্য্যই পরম ধ্যান এবং উহাই ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, জীবের নাভিমূলে দশাঙ্গুলি-পরিমিত পদ্মনাল বিরাজমান আছে ॥ ২৯ ॥

উহা কোমল, নিম্নপত্রবিশিষ্ট এবং অধোমুখে অবস্থিত, উহা দেখিতে কদলীপুষ্পের ন্যায়, উহা সুনির্ম্মল ও চন্দ্রের ন্যায় রমণীয় ॥ ৩০ ॥

হৃদয়মধ্যে যে অষ্টপত্রবিশিষ্ট পঙ্কজ অবস্থিতি করে, উহার কেশরের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ এবং উহা কর্ণিকায় বিশোভিত। উহার আকার অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ; মুনিগণ উহাকেই প্রধান পুরুষ বিষ্ণু বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

যৎকালে জীবের অন্তরে বিশালদলশোভী, সুপ্রভাশালী, সুনির্ম্মল, নিত্যানন্দময় জ্ঞানালোক সংপ্রবর্ত্তিত হয়, তখন বিষ্ণুর পরমপদ উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দুর্বিজ্ঞেয়ং দুরারাধ্যং দুঃখগম্যং জনার্দ্দন।
অধোমুখং যথা গত্বা হৃদয়ং কেন গচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইড়ায়াং বায়ুমাকৃষ্য পূরিতোদরসংস্থিতঃ।
ততোঽগ্নিদেহমধ্যস্থং ধ্যায়েত্তমবনীযুতম্ ॥ ৩৪ ॥
হংসঞ্চ বিধিসংযুক্তং বহ্নিমণ্ডলমধ্যগম্।
ধ্যায়েদ্ ত্রিঞ্চ যঃ পশ্চাদস্তঃ পিঙ্গলয়া পুনঃ ॥ ৩৫ ॥
ততঃ পিঙ্গলয়া পূর্ব্বং নাম দক্ষিণয়া সুধীঃ।
অধোমুখন্তু হৃৎপদ্মং উদ্ধৃত্য প্রণবেন তু ॥ ৩৬ ॥
গত্বা তু পদ্মকোষান্তং বিকর্ষেদ্ব্যাহৃতং পুনঃ।
ততঃ পশ্চাদ্ভবেৎ পদ্মং সর্ব্বগাত্রে সুখাবহম্ ॥ ৩৭ ॥
অষ্টপত্রন্তু হৃৎপদ্মং দ্বাত্রিংশৎ কেশরং তথা।
অষ্টপত্রস্থিতং ধ্যায়েদিন্দ্রাদ্যা দশদেবতাঃ ॥ ৩৮ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যিনি দুর্বিজ্ঞেয়, দুরারাধ্য ও দুঃখলভ্য, সেই পরমপদার্থ অধোমুখে কিরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করেন? ৩৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যোগীকে প্রথমে ইড়াতে বায়ু আকর্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করত স্থিতি করিতে হয়, পশ্চাৎ অগ্নিদেহমধ্যস্থিত পুরুষকে চিন্তা করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

ক্রমে যথাবিধি হংস-মন্ত্রোচ্চারণে বহ্নিমণ্ডলমধ্যগত বস্তুকে চিন্তা করিতে হয়, তদনন্তর পুনর্ব্বার পিঙ্গলার সাহায্যে কার্য্য করিতে হয় ॥ ৩৫ ॥

পরে সুধী ব্যক্তি পিঙ্গলার সাহায্যে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকস্থ নাড়ীর সাহায্যে বামদিকে অধোমুখস্থিত হৃদয়-পদ্মকে প্রণব দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে পদ্মকোষাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, পুনর্ব্বার ব্যাহৃতি-ক্রিয়ানুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পশ্চাৎ সর্ব্বশরীরের সুখাবহ পদ্মের আবির্ভাব ঘটিবে ॥ ৩৭ ॥

জীবের হৃদয়-পদ্ম অষ্টপত্রবিশিষ্ট, উহার কেশর সকল দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যায় বিভক্ত; যাহা হউক, অষ্টপত্রস্থ আধারে ইন্দ্রাদি দশ দেবতার অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩৮ ।

তস্য মধ্যগতো ভানুর্ভানোর্মধ্যে গতঃ শশী।
শশিমধ্যগতো বহ্নির্বহ্নিমধ্যগতা প্রভা ॥ ৩৯ ॥
প্রভামধ্যগতং পীঠং নানারত্নপ্রবেষ্টিতম্।
অনেকরত্নসংকীর্ণং জ্বলনার্কসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥
তস্য মধ্যস্থিতং দেবং নারায়ণমনাময়ম্।
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ ॥ ৪১ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মভূষণং স্বর্ণমেব চ।
ধনুশ্চৈব তু বাণাদি অষ্টবাহুধরং হরিম্ ॥ ৪২ ॥
পদ্মকিঞ্জল্কসঙ্কাশং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং চন্দ্রকান্তসমপ্রভম্ ॥ ৪৩ ॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
কেয়রনূপুরৌ পদ্ভ্যাং কটিসূত্রঞ্চ নির্ম্মলম্ ॥ ৪৪ ॥

ঐ পদ্মের মধ্যে ভানুর আবির্ভাব, তন্মধ্যে সূর্য্যের সমুদয়, তদভ্যন্তরে চন্দ্রের আবির্ভাব, উহার অন্তরে বহ্নি এবং তন্মধ্যে সুন্দর প্রভা জাজ্বল্যমান ॥ ৩৯ ॥

ঐ প্রভার অভ্যন্তরে নানারত্নসমাকীর্ণ পীঠের অবস্থিতি, উহা দেখিতে সূর্য্যরশ্মি অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ ॥ ৪০ ॥

ইহারই অভ্যন্তরে নিরাময় নারায়ণ দেবের অবস্থিতি, তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি দ্বারা সমলঙ্কৃত, তদীয় চক্ষু প্রফুল্ল পুণ্ডরীকসদৃশ, তিনি অচ্যুত ॥ ৪১ ॥

তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিদ্যমান; স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহার শরীর সমলঙ্কৃত; তিনি অষ্টবাহুসম্পন্ন, শর ও শরাসন প্রভৃতি তাহাতে শোভমান, তিনিই হরি নামে পরিচিত ॥ ৪২ ॥

কমলকেশর ও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার বর্ণ সুনির্ম্মল, শরীরের লাবণ্য শুদ্ধস্ফটিক বা চন্দ্রকান্তমণি সদৃশ ॥ ৪৩ ॥

দেহের তেজ কোটি সূর্য্যের ন্যায়, উহা স্নিগ্ধতায় কোটিচন্দ্রতুল্য; তদীয় চরণযুগলে নূপুর ও কেয়ূরাদির সমাবেশ, কটিদেশ সুনির্ম্মল কটিসূত্রে সুশোভিত ॥ ৪৪ ।

কৃতে শ্বেতং হরিং বিদ্যাৎ ত্রেতায়াং কালবর্ণকম্ ।
দ্বাপরে পীতবর্ণঞ্চ কালবর্ণং কলৌ যুগে ॥ ৪৫ ॥
শুদ্ধং সূক্ষ্মং নিরাকারং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্ ।
অপ্রমেয়মজং দেবং তং বিদ্যাৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥
তেনাগ্নিবর্ত্তিসংযোগে নির্ধূমং জ্যোতিরূপকম্ ।
কারণং হেতুনির্ব্বাণং হেতুসাধনবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৭ ॥
অমাত্রশব্দরহিতং স্বরব্যঞ্জনবর্জ্জিতম্ ।
নাদবিন্দুকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ । ৪৮ ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

অদৃশ্যভাবনা নাস্তি দৃশ্যমানো বিনশ্যতি ।
অবর্ণমক্ষয়ং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অন্তঃপূর্ণং বহিঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং তথাত্মনি ।
সর্ব্বসম্পূর্ণমাত্মানং সমাধেস্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৫০ ॥

এই হরির বর্ণ সত্যযুগে শ্বেত, ত্রেতাযুগে কৃষ্ণ, দ্বাপরে পীত এবং কলিযুগাধিকারে কৃষ্ণবর্ণ ॥ ৪৫ ॥

তিনি শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, অপ্রমেয়, অজ ও পুরুষোত্তম ॥ ৪৬ ॥

অগ্নিবর্ত্তিসংযোগে যেরূপ ধূপ প্রকাশিত হইয়া জ্যোতি বিকীরণ করে, তদ্রূপ যোগবহ্নি দ্বারা তাঁহার জ্যোতি প্রকাশিত হয়, অধিক কি বলিব, তিনি নির্ব্বাণের হেতু ॥ ৪৭ ॥

তিনি মাত্রা ও শব্দশূন্য, স্বরব্যঞ্জনবিরহিত, নাদবিন্দু এবং কলাকে অতিক্রম করিয়া তিনি শোভা পাইয়া থাকেন; প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে যে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বেদবেত্তা ॥ ৪৮ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, যে অদৃশ্য পদার্থের ভাবনা হইতে পারে না, দেখিবামাত্র যিনি অদৃশ্য হইয়া থাকেন, বর্ণ ও অক্ষরে যিনি অপ্রকাশিত, সেই ব্রহ্মকে যোগীরা কিরূপে ধ্যান করে, বলুন ? ৪৯ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যাঁহার অন্তঃকরণ, বহিঃপ্রদেশ এবং মধ্যস্থান পূর্ণভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার আত্মা সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্‌প্রকারে পূর্ণভাব ধারণ করিয়াছে, জানিও, ইহাই সমাধির লক্ষণ ॥ ৫০ ॥

সম্পূর্ণঞ্চ যদা পশ্যেৎ সমাধেস্তস্য লক্ষণম্।
যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তঞ্চ কালং বিচারয়েৎ॥ ৫১॥
খমধ্যে কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খে লয়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৫২॥
ভিন্নে কুম্ভে যথাকাশো মহাকাশে বিলীয়তে।
ভিন্নে চ প্রাকৃতে দেহে তথাত্মা পরমাত্মনি॥ ৫৩॥
তদ্দেশং পরমাত্মানং স্মরেৎ পার্থ অনন্যভাক্।
হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে শুভদাগ্নিশিখাকৃতি॥ ৫৪॥
অঙ্গুষ্ঠাৎ পবনং ধ্যেয়ং ধ্যায়েত্তৎ পরমেশ্বরম্।
অথারূঢো গজারূঢ়ঃ সংগ্রামে সঙ্কটে রণে॥ ৫৫॥
এতদেব সদা ধ্যায়েৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
আসীনো বা শয়ানো বা গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ সদা শুচিঃ।৫৬॥

যখন সকল বস্তুই পূর্ণজ্ঞানে দর্শন ঘটে, তখনই সমাধিলক্ষণ প্রকাশ পায়, যে কাল পর্য্যন্ত পক্ষীর আকার দর্শন হয়, সে কাল পর্য্যন্ত বিচার-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য॥ ৫১॥

আকাশমধ্যে আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে আকাশকে স্থির করিবার জন্য প্রস্তুত হও, এইরূপে আত্মাকে স্বকীয় পরম স্থিতি করাইলে চিন্তার বিষয় কিছুই থাকিবে না॥ ৫২॥

যেরূপ কুম্ভ ভগ্ন হইলে তন্মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় দেহীর প্রাকৃত দেহ বিনষ্ট হইলে পরমাত্মাতে আত্মার বিলীনভাব ঘটিয়া থাকে॥ ৫৩॥

হে পার্থ! এই জন্য বলি, হৃদয়-পদ্মস্থিত কর্ণিকামধ্যে শুভদায়ক অগ্নি-শিখাসদৃশ যে পরমাত্মার স্থান বিদ্যমান আছে, তাহা একমনে ভাবনা করা কর্ত্তব্য॥ ৫৭॥

অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া পবনের ধ্যান করা কর্ত্তব্য, সংগ্রামে বা সঙ্কটে নিপতিত হইলেও, অশ্ব বা গজপৃষ্ঠে থাকিয়াও পরমেশ্বরের ধ্যানচ্যুত হইতে নাই॥ ৫৫॥

জীব উপবিষ্ট থাকুক বা শয্যাশায়ী হউক, গমন করিতে থাকুক বা স্থির-ভাব অবলম্বন করুক, সর্ব্বদা শুচি হইয়া ধ্যেয় ঈশ্বরের ধ্যান করিলে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৫৬॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥ ৫৭ ॥
বিষয়াসক্তেষ্বেবেদং শাস্ত্রমন্ধস্য দর্পণম্।
অনলস্তুতিহীনস্য মোহভাজো বিবেকতা ॥ ৫৮ ॥
সর্ব্বসংকল্পনির্মুক্তঃ পশ্যেদাত্মানমাত্মনি।
নিরালম্বে পদে শূন্যে যত্তেন উপজায়তে ॥ ৫৯ ॥
তদ্গর্ভমভ্যসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম্।
নিরালম্বে পদে প্রাপ্তে চিত্তে বিলয়তাং গতে ॥ ৬০ ॥
নিবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।
শিলামৃদ্দারুরচিতা দেবতা বুদ্ধিকল্পিতা ॥ ৬১ ॥
অকল্পিতং স্বয়ং জ্যোতিরাত্মনো দেবতা ন কিম্।
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ ॥ ৬২ ॥

হে অর্জ্জুন! এই জন্য বলি, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে পাইবার জন্য যোগাবলম্বন কর; জানিও, যোগিগণ তদ্গতচিত্ত হইয়া অন্তরে আমার জন্য যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

অন্ধজনের পক্ষে দর্পণ যে প্রকার, বিষয়াসক্ত জনের পক্ষে এই যোগশাস্ত্রও সেই প্রকার। তাহা না হইলে জানিও, অগ্নির স্তববিহীন মোহমুগ্ধ ব্যক্তিরও বিবেকোদয় হইতে পারে ॥ ৫৮ ॥

অধিক কি বলিব, যে ব্যক্তি সকল প্রকার বাসনা হইতে বিনির্মুক্ত হইয়াছে, তাহার আলম্বনবিহীন শূন্যপদে যে তেজ প্রকাশিত হয়, তাহাতেই আত্মাতে আত্মবস্তুর দর্শন ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

অতএব যাহাতে সেই তেজের উদ্দীপন হয়, নিত্যকাল তাহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, ইহাই যোগিগণের ধ্যান, জানিও, নিরালম্ব পদপ্রাপ্ত হইলে চিত্তের বিলীনদশা ঘটিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

তখন পরাবর ব্রহ্মবস্তু দৃষ্ট হয়, সুতরাং জীবের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অধিক কি বলিব, এ সময়ে বুদ্ধিকল্পিত শিলা, মৃত্তিকা বা প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবতার আদর থাকে না ॥ ৬১ ॥

বাস্তবিক, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যে অকল্পিত জ্যোতিঃ আত্মা হইতে সমুদ্ভূত হয়, তাহা কি দেবতা না হইবার কথা? যথার্থ জ্ঞান ঘটিলে দেহীর দেহই দেবালয় এবং জীব সদাশিবদেবতুল্য হয় ॥ ৬২ ॥

ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
স্বদেহে পূজয়েদ্দেবং নান্যদেহে কদাচন।
স্বদেহোপায়মজ্ঞাত্বা ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৬৪ ॥
স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অভেদদর্শনং ধ্যানং জ্ঞানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ৬৫ ॥
অক্রিয়ৈব পরা পূজা মৌনমেব পরো জপঃ।
অচিন্তৈব পরো যোগঃ অনিচ্ছৈব পরং সুখম্ ॥ ৬৬ ॥
নাস্তি শান্তিপরো মন্ত্রো ন দেবশ্চাত্মনঃ পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরা পূজা ন তৃ তৃপ্তেঃ পরং ফলম্ ॥ ৬৭ ॥
ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশো মহাকাশে বিলীয়তে।
দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি ॥ ৬৮ ॥

এই দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইলে অজ্ঞাননির্ম্মাল্য পরিত্যাগ ও সোঽহংমন্ত্রে পূজা করিতে হয় ॥ ৬৩ ॥

আপনার দেহস্থ দেবতার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, কখন অন্য দেবতার পূজা করিবে নাই, যে ব্যক্তি স্বশরীরস্থ উপায়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কাল হরণ করে, সেই দুর্ম্মতি গৃহে অন্নাদি থাকিলেও অজ্ঞাতদোষে ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে ব্যক্তি মনের মালিন্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার তাহাই স্নান, ইন্দ্রিয়সংযমই পবিত্রতা, তাঁহার অভেদ-দর্শনই ধ্যান এবং বিষয়বাসনা-বিহীন অন্তঃকরণই জ্ঞান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ৬৫ ॥

জীবের যে ক্রিয়াশূন্যতা, তাহাই পরমপূজা, মৌনাবলম্বনই প্রধান জপ, চিন্তা-বিহীনতাই উৎকৃষ্ট যোগ এবং ইচ্ছার অভাবই প্রকৃত সুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্ম অপেক্ষা আর মন্ত্র নাই, আত্মা ব্যতিরেকে আর প্রধান দেবতা নাই, অনুসন্ধান অপেক্ষা অর্চ্চনা আর নাই এবং তৃপ্তির অপেক্ষা আর ফল দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৬৭ ॥

ঘট যেরূপ ভগ্ন হইলে তদভ্যন্তরস্থ আকাশ মহাকাশে লয় পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যোগী দেহ বিনষ্ট হইলে পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
বাসনাসু বিলীনাসু চিত্তে নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
যস্য নির্ব্বিষয়ং চেতো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৭০ ॥
ক্ব করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পোঽমুনা যথা ॥ ৭১ ॥
নৈব কশ্চিৎ পরো বন্ধো মোক্ষদো বাঽমুনা ভবেৎ।
বন্ধমোক্ষবিকল্পোঽয়ং কিঞ্চিদজ্ঞানলক্ষণম্ ॥ ৭২ ॥
যদস্তি যদ্ভাতি তদাত্মরূপং, ন চান্যতো ভাতি ন চান্যদস্তি।
স্বভাবসংবিৎ প্রতিভাতি কেবলা, গ্রাহ্যং গৃহীতে চ মৃষা বিকল্পনা।
ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষো বা ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ম্।
নৈকমস্তি ন চ দ্বিত্বং সচ্চিৎকারং বিজৃম্ভতে ॥ ৭৪ ॥

সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, যেখানে যেখানে মনের গতি, তত্তৎস্থলে সমাধিরও সঞ্চরণ আছে ॥ ৬৯ ॥

বাসনা লয়প্রাপ্ত হইলে মন নির্ব্বিষয় হইয়া থাকে, অধিক কি বলিব, যিনি নির্ব্বাসনচিত্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

কল্পান্তকালীন মহাশূন্যস্বরূপ আত্মা দ্বারা যেরূপ এই সংসার পূর্ণ হয়, তাহার ন্যায় জীবের অন্তরে কি করি, কোথায় যাই, কি গ্রহণ করি বা কি পরিত্যাগ করি, এই চিন্তাই প্রবল হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষা প্রধান বন্ধন আর নাই, কিন্তু ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। এই আমি বন্ধ-মোক্ষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাজ্ঞানের লক্ষণ তোমার নিকটে বলিলাম ॥ ৭২ ॥

এই সংসারে যাহা আছে এবং যাহা শোভা পাইয়া থাকে, তাহাই ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানিও ; তদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছুই প্রকাশ পায় না এবং অন্য পদার্থও নাই ; এই পদার্থ গ্রাহ্য এবং ইনি গ্রহীতা, এ সকল বিচার মিথ্যা মাত্র ; জানিও, কেবল স্বভাবশক্তিতে ব্রহ্মসংবিৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জীবের বন্ধন বা মোক্ষ কিছুই নাই, কেবল নিরাময় এক ব্রহ্মমাত্র বিরাজমান আছেন ; তাঁহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈতভাব নাই, তিনি চৈতন্যরূপে বিজৃম্ভিত আছেন ॥ ৭৪ ॥

গীতসারমিদং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিশ্চিতম্ ॥ ৭৫ ॥
যত্র স্থিতং ব্রহ্মজ্ঞানং বেদশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
ইদং শাস্ত্রং ময়া প্রোক্তং ব্রহ্মবেদার্থদর্পণম্ ॥ ৭৬ ॥
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা স গচ্ছেৎ বিষ্ণুশাশ্বতম্।
এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং দুঃখপ্রাণশনম্ ॥ ৭৭ ॥
পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তম্।
স্বর্গোঽপি স্বল্পকস্তেষামপবর্গো ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৭৮ ॥
অষ্টাদশপুরাণানি নব ব্যাকরণানি চ।
নির্ম্মথ্য চতুরো বেদান্ মুনিনা ভারতং কৃতম্ ॥ ৭৯ ॥
ভারতোদধিকুণ্ডস্য গীতানিম থিতস্য চ।
সারমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণেন অর্জ্জুনস্য মুখে হুতম্ ॥ ৮০ ॥
মলাদিশোচিনাং পুংসাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৮১ ॥

সকল শাস্ত্রের মধ্যে এই গীতাসার-শাস্ত্র নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ॥ ৭৫ ॥

ইহাতে বেদজ্ঞান ও ব্রহ্মনিরূপণ বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পক্ষে ইহা দর্পণতুল্য, আমি ইহার বিষয় তোমাকে উপদেশ দিলাম ॥ ৭৬ ॥

যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে পাপনিবারক, দুঃখবিনাশক এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার নিত্যকাল বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

যাঁহারা এই উৎকৃষ্ট বিষ্ণু-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের স্বর্গবাস ত সামান্য কথা, নিশ্চয়ই অপবর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ, নব ব্যাকরণ ও বেদচতুষ্টয় মন্থন পূর্ব্বক মহা-ভারত রচনা করিয়াছেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভারতরূপ দধিকুণ্ড নির্ম্মন্থন করিয়া গীতারূপ ঘৃত দ্বারা অর্জ্জুনমুখে হোম করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

যাহারা অশুচি এবং মালিন্য-দোষদিগ্ধ, নিত্যকাল গঙ্গাস্নানে নিরত হইলে তাহাদের অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়, কিন্তু যদি একবারমাত্র গীতাসলিলে অব-গাহন ঘটে, তাহা হইলে অন্য মলের কথা কি, সংসারমালিন্য বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

কেবলে নোদকেনৈব মন্ত্রং জপ্তে দমর্চ্চয়েৎ।
স্বল্পদোষবিনাশার্থং স্নানায়ৈতদ্দাহৃতম্ ॥ ৮২ ॥
গীতানামসহস্রেণ স্তবরাজো বিনির্ম্মিতঃ।
যস্য কুক্ষৌ চ বর্ত্তেত সোঽপি নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩ ॥
সর্ব্বদেবময়ী গীতা সর্ব্বধর্ম্মময়ো মনুঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ ॥ ৮৪ ॥
পাদস্যাপ্যর্দ্ধপাদং বা শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
নিত্যং ধারয়তে যস্তু স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণবৃক্ষসমুদ্ভূতা গীতামৃতহরীতকী।
মানুষঃ কিং ন স্বদেত কলৌ মলবিরেচনী ॥ ৮৬ ॥
গঙ্গা গীতা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাসাধুসেবনম্।
সুপ্রিয়ং পদ্মনাভস্য পাবনং কঃ কলৌ যুগে ॥ ৮৭ ॥

অধিক কি বলিব, গীতাজলে স্নান করিবার প্রয়োজন নাই, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জপান্তে গীতাকে অর্চ্চনা করিলেই অপবিত্রতার শান্তি হইয়া থাকে, স্বল্পদোষ-বিনাশের জন্য ইহাতে অবগাহনের কথা উল্লেখ আছে ॥ ৮২ ॥

সহস্র গীতানামোচ্চারণে স্তবরাজের সৃষ্টি হইয়াছে, অধিক কি বলিব, যাঁহার কুক্ষিতে ইহা অবস্থিতি করে, তিনি নারায়ণস্বরূপ উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥

গীতা সর্ব্বদেবময়ী, মনু সর্ব্বধর্ম্মময়, গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী এবং হরি সর্ব্বদেবময় ॥ ৮৪ ॥

যে ব্যক্তি এই গীতার একপাদ, অর্দ্ধপাদ, পূর্ণ শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ নিত্যকাল ধারণ করে, তাহার মোক্ষলাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

যেরূপ বৃক্ষ হইতে হরীতকীর সৃষ্টি হইয়া তাহার অমৃতময় রস-প্রদানে মনুষ্যের মল শোধিত করে, তাহার ন্যায় কৃষ্ণস্বরূপ বৃক্ষ হইতে অমৃতময় হরীতকীতুল্য গীতার উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব কলিযুগের জীবগণ অন্তরের মালিন্য দূর করিবার জন্য তাহা কি সেবন করিবে না? ৮৬ ॥

গঙ্গাতীর, গীতাশাস্ত্র, ভিক্ষুকাশ্রমাশ্রয়, কপিলা ধেনুর পরিচর্য্যা ও সাধু-

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ৮৮ ॥
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা নিশি বা সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
তস্য নশ্যন্তি সর্ব্বাণি পাপানি যানি কানি চ ॥ ৮৯ ॥
এতত্তে কথিতা গীতা সর্ব্বকল্মষনাশিনী।
গোপনীয় প্রযত্নেন ক্রূরে ধূর্ত্তে শঠে খলে ॥ ৯০ ॥
ভক্তায় শুদ্ধচিত্তায় সদাচারপরায় চ।
দাতব্যেয়ং সুধাগীতা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী ॥ ৯১ ॥
আপদং নরকং ঘোরং গীতাধ্যায়ী ন পশ্যতি।
গঙ্গা গীতা চ গায়ত্রী গোবিন্দো হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ৯২ ॥
চতুর্ব্বর্গঃ করে প্রাপ্তঃ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
এতদহস্যং দ্রবাস্তু পুণ্যং দুঃখপ্রণাশনম ॥ ৯৩।

সেবাই কলিতে একমাত্র পবিত্রতার কারণ এবং ব্রহ্মারও প্রিয়জনক, এতদ্ভিন্ন কলিতে অন্য পবিত্রতা আর কি আছে ? ৮৭ ॥

এই গীতাশাস্ত্র পদ্মনাভ ভগবান্ বিষ্ণুর মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, অতএব অন্য বহুলশাস্ত্র চর্চ্চার প্রয়োজন কি, সুন্দররূপে ইহার অধ্যয়ন করাই কর্ত্তব্য ॥ ৮৮॥

যে ব্যক্তি প্রয়ত হইয়া রাত্রিকালে বা উভয় সন্ধ্যায় এই গীতা পাঠ করে, তাহার যে কোনরূপ পাপ থাকুক, সমস্তই বিনষ্ট হয় ॥ ৮৯ ॥

এই আমি সর্ব্বকল্মষনাশিনী গীতা কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ক্রূর, ধূর্ত্ত, শঠ বা খল, তাহার নিকট ইহা সযত্নে গোপন করিবে ॥ ৯০ ॥

যে ব্যক্তি ভক্ত, শুদ্ধচিত্ত ও সদাচারপরায়ণ, এই সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী গীতাসুধা তাহাকে প্রদান করিবে ॥ ৯১ ॥

অধিক কি বলিব, যাহার হৃদয়ে গীতাশাস্ত্র, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দের অধিকার, সেই গীতাধ্যায়ী ব্যক্তিকে ঘোর বিপদ্ বা দুস্তর নরকে নিপতিত হইতে হয় না ॥ ৯২ ॥

অন্য ফলের কথা কি, চতুর্ব্বর্গ তাঁহার করস্থ হয় এবং তাঁহাকে আর পুন-

পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ভবেদ্বিঘ্নং ন সর্ব্বত্র দুঃখং পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৪ ॥

ইতি গীতাসারঃ সম্পূর্ণঃ।

জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তোমাকে অধিক কি বলিব, এই গীতা-রহস্য দুঃখনিবারক ও পুণ্যপ্রদ ॥ ৯৩ ॥

যাহারা গীতাশাস্ত্রোক্ত বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে কোনও বিঘ্ন বা কোনও দুঃখই অধিকার করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহারা নানাপ্রকার পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

গীতাসার সম্পূর্ণ।